পুণ্যবতীর সন্ধানে

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

সূচিপত্র

শুরুর কথা ৪৯
পুণ্যবতী নারী বিয়ের সুফল ৫১
সেও তো মেয়ে! ৭৪
অভিজ্ঞতা ৭৬
দ্বীনদার স্ত্রীর উপকারিতার কতিপয় নমুনা ৭৮
পুণ্যবতী মেয়েদের কোথায় পাবে? ৮৭
পুণ্যবতী মেয়েদের একটি দৃষ্টান্ত ৮৮
একটু ভাবো! ৯১
ছোট্ট একটি কথা ৯২

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুর কথা

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد،
وعلي آله وصحبه أجمعين

আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে ইতঃপূর্বে **'ইয়া আবি! জাওয়্যিজনি'** নামে একটি ক্ষুদে রচনা প্রস্তুত করেছিলাম। এখন তার সাথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যোগ করতে চাই। বিষয় হলো 'দ্বীনদার মেয়ের বৈশিষ্ট্য'—যাতে যুবকরা বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে যথোপযুক্ত পাত্রী শনাক্ত করতে পারে। কেননা, আজকাল ফিতনা বেড়ে গেছে, বিভ্রান্তি ও পদস্খলনের উপায়-উপকরণগুলোও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বক্ষ্যমাণ রচনায় আমরা পাত্রী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি, যার ওপর নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সাফল্য।

আল্লাহ তাআলা এই ক্ষুদে পুস্তিকাটির মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করুন। (আমিন)

পুণ্যবতী নারী বিয়ের সুফল

কোনো যুবক যখন বিয়ে করার মনস্থ করে, তখন সে কেমন মেয়ে ঘরে তুলবে, শুরুতেই তার একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয়। এটিকে সামনে রেখেই সে পাত্রী অনুসন্ধান ও নির্বাচনের কাজ শুরু করে। কারও লক্ষ্য যদি সুন্দরী নারী হয়, তবে সে প্রথমেই জানতে চায়, মেয়েটি সুন্দরী কি না? তার সব অনুসন্ধান ঘুরপাক খায় পাত্রীর দৈহিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে। কারও লক্ষ্য যদি অর্থসম্পদ হয়, তবে সে কোনো ধনীর দুলালি কিংবা মোটা বেতনের চাকরিজীবী মেয়ের সন্ধানে কোমর বেঁধে নামে। কারও লক্ষ্য যদি হয় উঁচু বংশের মেয়ে, তবে পাত্রীর মধ্যে সব গুণ থাকার পরও শুধু নিচু বংশের হওয়ার কারণে তার পছন্দ হয় না। আবার কারও লক্ষ্য যদি হয় দ্বীনদার মেয়ে, তবে সে পাত্রীর দ্বীনদারির ব্যাপারে খোঁজখবর নেয় এবং বিচক্ষণতার সাথে পুণ্যবতী কোনো নারীকে জীবনসাথি হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করে। বিয়ের জন্য সাধারণত এই চারটি বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়। তবে পাত্রীর দ্বীনদারির দিকটিই সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়।

হে যুবক!

মনে রেখো, ইসলামে বিয়ের উপকারিতা বেশ ব্যাপক। তবে পুণ্যবতী মেয়ে বিয়ে করার সুফল ও কল্যাণই আলাদা। নিম্নে বিয়ের কতিপয় উপকারিতা তুলে ধরা হলো :

এক. বিয়ের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করা হয়। হাদিসে যুবকদের বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

‘হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যার (দাম্পত্য জীবন নির্বাহের) সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়; কেননা, বিয়ে দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে।’[৩৬]

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ বাস্তবায়ন ও তাঁর নির্দেশ পালনের মধ্যেই উভয় জাহানের কামিয়াবি নিহিত।

দুই. দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশ মান্য করা হবে। হাদিসে এসেছে,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ....

‘চারটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে মেয়েদের বিয়ে করা হয়...’

এই চার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন,

عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

‘দ্বীনদার মেয়ে নির্বাচন করা তোমার জন্য আবশ্যক, (অন্যথায়) ধুলোয় ধূসরিত হোক তোমার উভয় হাত।’[৩৭]

তিন. বিয়ের মাধ্যমে মানুষের খারাপ ধারণা থেকে বাঁচা যায়। কারণ, বিয়ের প্রতি অনাসক্ত লোককে সামর্থ্যহীন বা দুশ্চরিত্র মনে করা হয়। উমর রা. বলেন,

مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ، أَوْ فُجُورٌ

‘অক্ষমতা ও ভ্রষ্টতা ছাড়া কোনো কিছুই তোমাকে বিয়ে থেকে বিরত রাখতে পারে না।’[৩৮]

---

৩৬. সহিহ বুখারি : ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৪০০
৩৭. সহিহ বুখারি : ৫০৯০, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৬
৩৮. মুসান্নাফে ইবনে আবি-শাইবা

ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِيْ إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ لِكَيْلَا أَلْقَى اللهَ عَزَبًا

'আমার জীবনের যদি মাত্র দশটি দিনও বাকি থাকে, তবুও আমি বিয়ে করতে চাই; যাতে অবিবাহিত অবস্থায় আমাকে আল্লাহর সঙ্গে মুলাকাত করতে না হয়।'

চার. বিয়ের মাধ্যমে নেক সন্তান জন্ম হয় এবং মানুষের বংশধারা বাকি থাকে। পুণ্যবান সন্তান পিতা-মাতার জন্য উত্তম সদাকা, যার সাওয়াব তাঁরা জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও পেতে থাকবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ

'আদম-সন্তান যখন মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি উৎস থেকে আমলের ধারা জারি থাকে।'

হাদিসে বর্ণিত তিনটি উৎসের একটি হলো (وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) এমন নেককার সন্তান, যে তার পিতার জন্য দুআ করে।[৩৯]

একজন পুণ্যবান সন্তান নেককার মাতা-পিতার সঠিক পরিচর্যার সোনালি ফসল। শৈশবের দিনগুলোতে সন্তান মূলত মায়ের তরবিয়তেই বেড়ে ওঠে। এক মহিলার কথা আমার আজও মনে পড়ে। তার স্বামী অনেক সন্তান রেখে মারা যায়। মহীয়সী সে নারী তার সকল সন্তানকেই দ্বীনদার, পরহেজগার, সালাতের প্রতি যত্নশীল এবং হাফিজে কুরআন হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে বদকার নারী তো নিজেরই কোনো উপকারে আসে না। সে নিজের ক্ষতি তো করেই, সন্তানদেরও অনিষ্ট সাধন করে। তাই মা দ্বীনদার না হলে সন্তানদের আদব-আখলাকও দুর্বল হয়, তারাও মায়ের মতো বদদ্বীন হয়ে বেড়ে ওঠে।

---

৩৯. আন-নাফাকাহ আলাল ইয়াল লি ইবনি আবিদ দুনিয়া : ৪৩০, সহিহ মুসলিম : ১৬৩১

পাঁচ. বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর জন্য খরচ করে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, উভয়েই পরস্পরকে ভালোবাসে, সাহায্য করে, মধুর আচরণ করে— এসবের মাধ্যমে তারা অনেক নেকি ও সাওয়াব অর্জন করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ له صَدَقَةٌ

'নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কোনো জীবিকা নেই। মানুষ নিজের জন্য এবং আপন পরিবার, সন্তানাদি ও কর্মচারীর জন্য যা খরচ করে, তা সদাকা হিসেবে গণ্য হয়।'[৪০]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

'তোমার খাবার মুত্তাকি ব্যতীত যেন কেউ না খায়।'[৪১]

পুণ্যবতী নারী বিয়ে করা ব্যতীত এই হাদিসের ওপর আমল করা সম্ভব নয়।

ছয়. নেককার স্ত্রী স্বামীর জন্য সর্বক্ষণ দুআ করে। সালাতের পর সে দু'হাত তুলে স্বামীর কল্যাণের জন্য আল্লাহর দরবারে মিনতি করে। শয়নে জাগরণে স্বামীর কল্যাণ কামনাই হয়ে ওঠে তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। প্রতিটি ইহসানের জন্য সে স্বামীর প্রশংসা করে, শুকরিয়া আদায় করে। কেননা, পুণ্যবতী মহিলাদের স্বভাবই হলো অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْه

'কেউ তোমাদের উপকার করলে, তোমরা তার যথাযথ প্রতিদান দিয়ে দাও।'

---

৪০. সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৩৮

৪১. বাইহাকি, মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/১২৮

সাত. সন্তান জন্মদান, তাদের প্রতিপালন এবং যথোপযুক্ত তরবিয়তের মাধ্যমে তাদের দ্বীনের দায়ি ও সাহায্যকারী হিসেবে গড়ে তোলার ফজিলত অপরিসীম। আর এজন্য নেককার স্ত্রীর বিকল্প নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُفَاخِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ

'তোমরা অধিক সন্তান জন্মদানকারী প্রেমময়ী নারীদের বিয়ে করো। কেননা, (কিয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্যান্য জাতির সাথে গর্ব করব।'

নেককার স্ত্রীরা জন্মনিয়ন্ত্রণে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। তারা সন্তান জন্ম দেয়, প্রতিপালন করে বড় করে। উম্মতের জীবনে নেককার সন্তানের আজ বড়ই প্রয়োজন। আমাদের পূর্বসূরিদের জীবনচরিত পড়ে দেখুন, তাদের জীবনে নেককার মায়ের তরবিয়ত কত গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। পিতার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরও উম্মতের মহীয়সী মায়েরা তাদের কলিজার টুকরোগুলোকে যথাযথ তালিম-তরবিয়তের মাধ্যমে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলেছে।

আট. পুণ্যবতী মেয়েদের বিয়ে করলে জীবিকা বৃদ্ধি পায় এবং রিজিকে বরকত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' (অবিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[৪২]

---

৪২. সুরা নুর : ৩২

আবু বকর রা. বলেন,

أَطِيْعُوْا اللهَ فِيْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ، يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَى

'তোমরা আল্লাহর নির্দেশানুসারে বিয়ে করো, তোমাদের সচ্ছলতা দান করার যে ওয়াদা তিনি দিয়েছেন, তা তিনি পূর্ণ করবেন।'

আলি রা. বলেন,

اِلْتَمِسُوْا الْغِنَى بِالنِّكَاحِ

'তোমরা বিয়ের মাধ্যমে সচ্ছল হওয়ার চেষ্টা করো।'

নয়. যে ব্যক্তি বিয়ে করতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ

'তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তাআলা নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন।'

যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিবাহ করে সে এই তিনজনের অন্তর্ভুক্ত।[৪৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিকে বিয়ে করিয়েছেন, যার কাছে পরনের লুঙ্গিটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এমনকি স্ত্রীকে একটি লোহার আংটি দেওয়ার সামর্থ্যও তার ছিল না। তবুও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক মহিলাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন আর মোহর হিসেবে নির্ধারণ করলেন কুরআন-শিক্ষা। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে কুরআন শেখাবে, এটিই হবে তার মোহর।

---

৪৩. সুনানে তিরমিজি : ১৬৫৫

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে করে রেখেছেন।'

দশ. আলিম ও ফকিহদের মতে বিবাহ করা নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়ে উত্তম। একদল ফকিহর রায় মতে, বিয়ে হজের (নফল) ওপরও প্রাধান্য পাবে, কেননা ফিতনার এই যুগে তরুণ-তরুণীদের যৌবনের পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের বিকল্প নেই।

এগারো. মহিলারা স্বামীর আনুগত্য ও পরিবারের দেখাশোনা করার কারণে মুজাহিদ পুরুষের ন্যায় সাওয়াব লাভ করবে।

বারো. সতী-সাধ্বী স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

> 'পুরো দুনিয়া ভোগের উপকরণ আর সর্বোত্তম ভোগের উপকরণ হলো নেককার স্ত্রী।'[৪৪]

পুণ্যাত্মা পূর্বসূরিদের দাম্পত্য জীবনের এই অনুপম সম্প্রীতি ও সমঝোতা নিয়ে একটু চিন্তা করুন, একবার আবু দারদা রা. তাঁর স্ত্রীকে বলেন, 'কখনো যদি আমি রেগে যাই, তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করো, আর যদি তুমি রেগে যাও আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করব। অন্যথায় আমরা খুব দ্রুত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।'[৪৫]

তেরো. নেককার স্ত্রী সর্বদা স্বামীর পাশে থাকে—বিপদে, দুর্যোগে ও সংকটে সে কখনো স্বামীকে ত্যাগ করে না। পুণ্যবতী নারীদের আত্মত্যাগের অগণিত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পরতে পরতে।

---

৪৪. আজ-জুহদ লি-ইবনি আবি আসিম : ১৪৮, (আরও দেখুন, মুসনাদে আহমাদ : ৬৫৬৭, সুনানে নাসায়ি : ৩২৩২)

৪৫. রওজাতুল উকালা : ১২২ পৃষ্ঠা

ফেরেশতার সঙ্গে মুলাকাত শেষে ভয় ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহা থেকে বাড়ি ফিরলেন। ঘরে প্রবেশ করেই তিনি পুণ্যবতী প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা. এর কাছে গেলেন। ভীত-কম্পিত কণ্ঠে তাকে বললেন, 'আমাকে চাদরাবৃত করো, চাদরাবৃত করো'। খাদিজা রা. তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে পুরো ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন, 'আমি নিজের জানের ব্যাপারে শঙ্কিত।' খাদিজা রা. স্ত্রীসুলভ মমতাভরা স্বরে তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বললেন, 'কক্ষনো না! আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, ইয়াতিম ও অনাথ শিশুদের দেখাশোনা করেন, নিঃস্ব লোকদের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করেন।' তারপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে আপন চাচা ওয়ারাকা বিন নাওফেল বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জার নিকট এলেন। তিনি জাহেলি যুগে ইসায়ি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানি ভাষায় লিখতে পারতেন। আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী তিনি ইবরানি ভাষায় ইনজিল থেকে ভাষান্তর করতেন। তিনি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন। তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খাদিজা র. তাঁকে বললেন, 'চাচাজান, আপনার ভাইপো কী বলে একটু শুনেন তো।' তিনি রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাইপো! বলো দেখি, তুমি কী দেখলে?' তিনি পুরো বৃত্তান্ত শুনালেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'ইনি তো সেই বার্তাবাহক, যিনি মুসা আ. এর কাছেও আসতেন। ইস, সে সময় যদি আমি যুবক হতাম! তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম! যখন স্বজাতিরা তোমাকে শহর থেকে বের করে দেবে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চাইলেন, 'তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! তোমার মতো পয়গাম নিয়ে যে-ই এসেছে, তার সঙ্গে শত্রুতা করা হয়েছে। আমি যদি তোমার সেই যুগ পেতাম, তবে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে সহায়তা করতাম।' কিন্তু (কিছুদিন পর) ওয়ারাকার ওফাত হয়ে গেল। এদিকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওহি আগমনের ধারাও বন্ধ হয়ে গেল।[৪৬]

---

৪৬. সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম

চৌদ্দ. নেককার স্ত্রী স্বামীকে আল্লাহর বন্দেগিতে সাহায্য করে। ফলে দয়াময় প্রভুর আনুগত্য তার জন্য অনেক সহজ হয়ে ওঠে। ইবাদতে আপনার প্রিয়তমাই হবে আপনার একান্ত সহযোগী, এর চেয়ে খুশির কথা আর কী হতে পারে! অনেক যুবক তো এমন আছে, যারা নেককার স্ত্রীর হাত ধরেই দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ইবাদতে সহযোগী হওয়ার কী অপূর্ব এক দৃশ্য ফুটে উঠেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জবানিতে! আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

'আল্লাহ তাআলা সেই স্বামীকে রহম করুন, যে রাতে উঠে (তাহাজ্জুদের) নামাজ পড়ে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়। সে যদি না ওঠে, তার মুখে পানির ছিটা দেয়। আল্লাহ তাআলা সেই স্ত্রীকে রহম করুন, যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়। সে যদি না ওঠে, তার মুখে পানির ছিটা দেয়।'[৪৭]

পনেরো. দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করলে সংসার সুখের হয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হয় না। নেককার স্ত্রী অনেক বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ হয়। তারা স্বামীর কর্তৃত্বের ব্যাপারটি সহজেই বুঝতে পারে। কুরআনে এসেছে,

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾

'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।'[৪৮]

---

৪৭. সুনানে আবু দাউদ : ১৩০৮

৪৮. সুরা নিসা : ৩৪

ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'পুরুষরা স্ত্রীদের অভিভাবক। তারা স্বামীর আদেশ মান্য করবে, তার পরিবারের সাথে সদাচার করবে এবং তার সম্পদের হিফাজত করবে।'

স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। হ্যাঁ, স্ত্রীর সামনে যদি স্বামীর কর্তৃত্বশীলতার ব্যাপারটি স্পষ্ট থাকে, তবে কোনো সমস্যা হয় না।

পরিবার একটি জাহাজের মতো—জীবনের স্রোত ঠেলে যেটি সম্মুখ পানে এগিয়ে চলে। জাহাজের জন্য যেমন একজন কাপ্তান চাই, তেমনি পরিবারের জন্য চাই একজন অভিভাবক। অন্যথায় তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে; এমনকি সমুদ্রের অবস্থা নাজুক হলে ডুবেও যেতে পারে।

ষোলো. দ্বীনদার স্ত্রী পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়। তার মধুর কথা ও মনকাড়া আচরণ স্বামীর জীবনকে সুখময় করে তোলে। প্রিয়তম স্বামীর সন্তুষ্টিকে সে জান্নাতের পাথেয় মনে করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

'যে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৪৯]

অনুরূপভাবে স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে স্বামী আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ

'ইমানের বিচারে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হলো সেই মুমিন, যার চরিত্র সুন্দর এবং যে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে নম্র আচরণ করে।'[৫০]

---

৪৯. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫৪

৫০. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ২৫৩১৯, সুনানে তিরমিজি : ২৬১২

সতেরো. দ্বীনদার স্ত্রী হলো কল্যাণময়ী নারী। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম নারী কে? তিনি বললেন,

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ

'সর্বোত্তম নারী সে, যার দিকে স্বামী তাকালে সে তাকে আনন্দিত করে, স্বামী কোনো আদেশ করলে সে পালন করে এবং নিজের সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদে এমন কিছু করে না, যা তার স্বামী অপছন্দ করে।'[৫১]

অপর হাদিসে এসেছে,

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْه فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

'আল্লাহভীতির পর কোনো মুমিন ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিয়ামত লাভ করে, তা হলো নেককার স্ত্রী—স্বামী তাকে কোনো আদেশ করলে সে তা পালন করে, তার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দিত করে, তাকে কসম দিয়ে কিছু বললে সে তা পূর্ণ করে আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে নিজের সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদের হিফাজত করে।'[৫২]

আঠারো. পুণ্যবতী স্ত্রী কুরআনের আলোকে সবকিছু বিচার করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا

৫১. মুসনাদে আহমাদ : ৯৬৫৮

৫২. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫৭

آتَاهُ اللهُ . لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا . سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾

'বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ তাআলা যা সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি।'[৫৩]

পুণ্যবতী স্ত্রী খরচের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে না, স্বামীকে কষ্ট দেয় না এবং তার ওপর দুঃসাধ্য ব্যয়ভারও চাপিয়ে দেয় না। বদদ্বীন মেয়েরাই কেবল অপচয় করতে পারে। নিত্য নতুন ফ্যাশন ও মডেলের পেছনে পড়ে তারা ঘরের আসবাবপত্র ঘন ঘন বদলানোর ধান্দায় সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। অতিরিক্ত খরচ করে তারা স্বামীকে দেউলিয়া করে দেয়।

উনিশ. দ্বীনদার স্ত্রী প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি খুঁজে বেড়ায়। সে কখনো স্বামীর অবাধ্য হয় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

'স্বামী যদি স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।'[৫৪]

বিশ. দ্বীনদার স্ত্রী স্বামীর গোপন বিষয়ের হিফাজত করে, অপরের কাছে ফাঁস করে দেয় না। স্বামীর জীবনের গোপন রহস্য কিংবা তার ব্যক্তিগত বিষয়াদি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৫৩. সুরা তালাক : ৭

৫৪. সহিহ বুখারি : ৫১৯৩

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে সেই লোক, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়—তারপর সে স্ত্রীর গোপন বিষয়গুলো মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়।'[৫৫]

একুশ. আল্লাহ তাআলা পুণ্যবতী নারীর গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾

'সুতরাং পুণ্যবতী স্ত্রীরা অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন, তা হিফাজত করে।'[৫৬]

নেককার স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত হয় এবং তার অবর্তমানে নিজের সম্ভ্রম ও সম্পদের হিফাজত করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

'স্ত্রী স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৫৭]

দ্বীনদার স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ইবাদত করে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

'স্বামী থাকা অবস্থায় স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া (নফল) রোজা রাখবে না।'[৫৮]

---

৫৫. সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭
৫৬. সুরা নিসা : ৩৪
৫৭. সহিহ বুখারি : ৮৯৩
৫৮. সহিহ বুখারি : ৫১৯২

বাইশ. দ্বীনদার স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টির দিকে গভীরভাবে লক্ষ রাখে। সে স্বামীর মন-মেজাজ সহজেই বুঝে নেয়—কীসে সে খুশি হয় আর কখন সে রেগে যায়, সব তার কাছে পরিষ্কার থাকে। সে তাকে পেরেশান করে না এবং তার ভাবনাগুলোকে এলোমেলো করে দেয় না। বিষয়টি বোঝানোর জন্য এখানে একটি ঘটনা পেশ করছি :

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বললেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟

'আমি কি তোমাদের জান্নাতি স্ত্রীদের সংবাদ দেবো না?'

আমরা বললাম, অবশ্যই দেবেন, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন,

وَلُوْدٌ وَدُوْدٌ، إِذَا غَضِبَتْ، أَوْ أُسِيْءَ إِلَيْهَا، أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا، قَالَتْ: هَذِهِ يَدِيْ فِيْ يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى

> 'অধিক সন্তান জন্মদানকারী প্রেমময় স্ত্রী, যে রাগান্বিত হলে বা তার প্রতি কোনো খারাপ আচরণ করা হলে কিংবা স্বামী তার সঙ্গে রাগ করলে বলে, এই আমার হাত আপনার হাতে রাখলাম—আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না।'[৫৯]

আবু তালহা রা. ও উম্মে সুলাইম রা. এর ঘটনাটি নিশ্চয় পুণ্যবতী স্ত্রীর চমৎকার দৃষ্টান্ত। নিম্নে পাঠকদের জন্য ঘটনাটি তুলে ধরা হলো :

আবু তালহা রা.-এর এক ছেলে মারা গেল। ছেলের মা উম্মে সুলাইম রা. পরিবারের সবাইকে ডেকে বললেন, 'তোমরা আবু তালহাকে আমার ছেলের ব্যাপারে কিছু বলবে না। যা বলার আমিই বলব।' রাতে আবু তালহা এলেন। উম্মে সুলাইম স্বামীকে রাতের খাবার পরিবেশন করলেন। আবু তালহা খানাপিনা শেষ করে শুতে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে সুলাইম রা. সেদিন অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই সাজগোজ করলেন। আবু তালহা স্ত্রীর সঙ্গে শয্যায় মিলিত হলেন।

---

৫৯. তাবারানি

তারপর স্বামীকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত দেখে উম্মে সুলাইম বললেন, 'হে আবু তালহা, কেউ যদি কোনো পরিবারের কাছে কোনো জিনিস আমানত রাখে, পরে সেটা ফেরত চায়, তখন পরিবারটির কি এই অধিকার থাকে যে, এই আমানত আটকে রাখবে?' তিনি বললেন, 'নাহ।' উম্মে সুলাইম বললেন, 'এখন আপনার ছেলেকে নিয়ে ভাবুন।' বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আবু তালহা রেগে গেলেন। স্ত্রীকে তিরস্কার করে বললেন, 'আমার কাছ থেকে এতক্ষণ লুকালে আর অপবিত্র হওয়ার পর এখন আমাকে আমার ছেলের খবর দিচ্ছ?' এই বলে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং পুরো ঘটনা শুনালেন। সব শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِيْ غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিগত রাতটিতে বরকত দিন।'[৬০]

তেইশ. দ্বীনদার স্ত্রী স্বামীর একান্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। আমানতদারি তার স্বভাব-চরিত্রে মিশে থাকে।

উসমান বিন আফফান রা.-এর স্ত্রী ছিলেন নায়িলা বিনতে ফুরাফিসাহ রা.। উসমান রা.-এর ওপর খুনীদের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে তাঁর উভয় হাতের আঙুল কেটে যায়। পরবর্তীকালে মুআবিয়া বিন আবু সুফইয়ান রা. তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন, 'আমার হাতের আঙুল কাটা হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা কী দেখে আমাকে পছন্দ করে!' তখন তাকে বলা হলো, 'আপনার সামনের (সুন্দর) দাঁতটির জন্য লোকেরা আপনাকে পছন্দ করে।' তিনি দাঁতটি ভেঙে ফেলে দিয়ে বলেন, 'আমি উসমানের স্থলাভিষিক্ত কাউকে চাই না।'

মাইমুন বিন মিহরান রা. বলেন, 'মুআবিয়া রা. উম্মে দারদা রা. কে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, "আমি আবু দারদাকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৬০. মুসনাদে আহমাদ

الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا

"মহিলা জান্নাতে তার সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে থাকবে।"[৬১]

আর আমি আমি আবু দারদার পরিবর্তে অন্য কাউকে চাই না।'

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, ফাতিমা বিনতে আব্দুল মালিক রহ. একাধারে খলিফার মেয়ে, খলিফার স্ত্রী ও চারজন খলিফার বোন ছিলেন। বিয়ের দিন তিনি যখন স্বামীর ঘরে যান, তখন মণি-মুক্তো, হিরে-জহরত আর অলংকারের ভারে তার শরীর নুয়ে পড়েছিল। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. যখন বিলাসিতার আঁধার ছেড়ে আলোর পথে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'তুমি অলংকার ও স্বামীর মধ্য থেকে একটি বেছে নাও। অলংকার রাখলে আমাকে ছেড়ে যেতে হবে আর আমার কাছে থাকতে হলে অলংকার ছাড়তে হবে।' তিনি অলংকারের পরিবর্তে স্বামীকে বরণ করলেন। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. স্ত্রীর সকল মণি-মুক্তো ও অলংকার বাইতুল মালে জমা দিয়ে দিলেন। স্বামীর ইনতেকালের পর কেউ তাকে এসে বলল, 'আপনি বাইতুল মাল থেকে আপনার মণি-মুক্তো ও অলংকারগুলো নিয়ে নিন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'জীবিত অবস্থায় আমি যার আনুগত্য করেছি, মৃত্যুর পর তার অবাধ্য হতে পারব না।'

নেককার স্ত্রী স্বামীর গোপন কথাগুলো লুকিয়ে রাখে। তার কোনো রহস্য ফাঁস করে না। তার ব্যক্তিগত বিষয়াদি মানুষকে বলে বেড়ায় না। আল্লাহর সন্তুষ্টির পর স্বামীর সন্তুষ্টিই হয় তার একমাত্র লক্ষ্য।

চব্বিশ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ

'তোমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো। কেননা, মা-বাবার স্বভাব চরিত্রই সন্তানরা পেয়ে থাকে।'

---

৬১. মুশকিলুল আসার

পুণ্যবতী মেয়েরা সাধারণত সম্ভ্রান্ত দ্বীনদার পরিবারে উত্তম বংশে জন্মগ্রহণ করে থাকে। (خَضْرَاءَ الدِّمَنِ) বা খারাপ বংশে বদদ্বীন পরিবারের সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন। আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে 'মাওকুফ' সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ!

'তোমরা (خَضْرَاءَ الدِّمَنِ) 'খাদরাউদ-দিমান' বিয়ে করো না।'

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল (خَضْرَاءَ الدِّمَنِ) কে?' তিনি বললেন,

الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِيْ الْمَنْبِتِ السُّوْءِ

'খারাপ বংশের সুন্দরী মেয়ে।'[৬২]

পঁচিশ. দ্বীনদার স্ত্রী নির্বাচন করা পিতার ওপর অনাগত সন্তানদের অধিকার। উমর রা. কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'পিতার ওপর সন্তানের হক কী?' উত্তরে তিনি বলেন,

أَنْ يَّنْتَقِيَ أُمَّهُ، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ

'(দ্বীনদার ও পুণ্যবতী) মা নির্বাচন করা, সুন্দর নাম রাখা এবং কুরআন শিক্ষা দেওয়া।'

ছাব্বিশ. দ্বীনদার স্ত্রী আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামত, যাকে দেখলে চক্ষু শীতল হয়, অন্তর প্রশান্ত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ : قَلْبٌ شَاكِرٌ ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ ، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ ، وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ

৬২. মুসনাদুশ শিহাব

'চারটি নিয়ামত যাকে দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে। ১. শুকরকারী অন্তর। ২. জিকিরকারী জিহ্বা। ৩. মুসিবতে সবরকারী শরীর। এবং ৪. এমন স্ত্রী, যে নিজের সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদে খিয়ানত করে না।'[৬৩]

অন্য হাদিসে এসেছে,

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

'তিনটি বস্তু আদম-সন্তানের সৌভাগ্যের নিদর্শন এবং তিনটি বস্তু তার দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। বনি আদমের সৌভাগ্য হলো : সে দ্বীনদার স্ত্রী লাভ করবে, উপযুক্ত বাসস্থানের মালিক হবে এবং তার বাহন উত্তম হবে। পক্ষান্তরে তার দুর্ভাগ্য হলো : সে বদকার স্ত্রী লাভ করবে, অনুপযুক্ত বাসস্থানের মালিক হবে এবং তার বাহন খারাপ হবে।'[৬৪]

সাতাশ. দ্বীনদার স্ত্রী স্বামীর ইজ্জত ও সম্পদের হিফাজত করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُطْعِمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

'স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘর থেকে কাউকে খাবার খাওয়ানো স্ত্রীর জন্য জায়েজ নয়।'

এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নেককার স্ত্রী কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেয় না।

শাবি রহ. এর সূত্রে বর্ণিত আছে, একবার নবি-তনয়া ফাতিমা রা. অসুস্থ হলে আবু বকর রা. তাঁকে দেখতে আসেন। বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি ঘরে

---

৬৩. সুনানে ইবনে মাজাহ

৬৪. মুসনাদে আহমাদ : ১/১৬৮

প্রবেশের অনুমতি চান। স্বামী আলি রা. তাঁকে বলেন, 'ফাতিমা, আবু বকর এসেছেন তোমার অসুস্থতার খবর নিতে। তিনি ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন।' ফাতিমা রা. বলেন, 'আপনি কি চান, আমি তাঁকে অনুমতি দিই?' আলী রা. বলেন, 'হ্যাঁ।' স্বামীর সম্মতি পেয়ে তিনি অনুমতি দেন। আবু বকর রা. ঘরে প্রবেশ করে তাঁর খোঁজখবর নিয়ে চলে যান।'

ইমাম জাহাবি রহ. বলেন, 'এখান থেকে আমি ফাতিমা রা.-এর সুন্নাতটি জানতে পারলাম, তিনি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে ঘরে প্রবেশ করার এজাজত দিতেন না।'[৬৫]

আটাশ. পুণ্যবতী স্ত্রী সর্বদা ঘরে অবস্থান করে। বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে আসা-যাওয়া করে না। সে আল্লাহর নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾

'তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করো।'[৬৬]

ঘরে অবস্থান করার মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত। কেননা, এর মাধ্যমে স্বামীর আনুগত্য করা হয় এবং ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয়।

উনত্রিশ. পুণ্যবতী স্ত্রী অপরের সম্পদের দিকে তাকায় না এবং অন্যদের স্বামীর সঙ্গে নিজের স্বামীর তুলনা করে না। বরং আল্লাহর বণ্টনে সে রাজি থাকে। বিপদাপদে সবর করে। অন্তর সব সময় প্রফুল্ল রাখে এবং আপন অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকে। তার হৃদয় উদার, চিন্তা-ভাবনা স্বচ্ছ। তার ধৈর্য ও মানসিক অবস্থান স্পষ্ট। অন্যের চটকদার কথা ও সুমিষ্ট আচরণ কিংবা ভূয়সী প্রশংসা শুনে সে বিভ্রান্ত হয় না। বরং আপন স্বামীর চেহারায় সে খুঁজে পায় আত্মিক প্রশান্তি। সে আন্তরিকভাবে তার সেবায় আত্মনিয়োগ করে এবং তাকে আরও আপন করে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে।

ত্রিশ. পুণ্যবতী মেয়েরা আসে দ্বীনদার পরিবার থেকে। তাদের অভিভাবকরা দ্বীনদার ছেলে খুঁজে বেড়ায়। তারা পাত্রের অর্থবিত্ত দেখে না। মোটা অঙ্কের

---

৬৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১/১২১

৬৬. সুরা আহজাব : ৩৩

মোহর ও জমকালো ওলিমার প্রতিও তাদের আগ্রহ থাকে না। তারা হৃদয়ে ধারণ করে হাদিসের শিক্ষা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَكْثَرُ النِّسَاءِ بَرَكَةً: أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً

'যে নারীর মোহর যত কম হয়, সে নারী তত বরকতময় হয়।'

একত্রিশ. দ্বীনদার স্ত্রীরা অনেক বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ হয়। স্বামীকে সে কখনো ছেড়ে যায় না। এমনকি স্বামী কোনো মুসিবতে পড়লে কিংবা মারা গেলে সে তার জন্য সর্বক্ষণ দুআ করে। তার জন্য আল্লাহর কাছে রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে এবং আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে।

এক মেয়ের কথা আজও আমার মনে পড়ে। সে শিক্ষকতা করত। বিয়ের পর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তার স্বামী মারা যায়। সে স্বামীর প্রতি এতটাই কৃতজ্ঞ ছিল যে, দীর্ঘ তিন বছর ধরে সে বেতনের টাকা জমিয়ে স্বামীর নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করে।

বত্রিশ. দ্বীনদার স্ত্রী সর্বদা স্বামীর আনুগত্য করে। স্বামীর আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখে। তার জৈবিক চাহিদা পূরণে সে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখে। স্বামীর আহ্বানে সে বিনা বাক্য ব্যয়ে সাড়া দেয়। এমনকি নিজের কষ্ট হলেও স্বামীকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

'স্বামী যদি স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।'[৬৭]

---

৬৭. সহিহ বুখারি : ৫১৯৩

তেত্রিশ. নেককার স্ত্রী খুবই সেবাপরায়ণ হয়। সে সাধ্যমতো ঘর গুছিয়ে রাখে, সন্তানদের প্রতিপালন করে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের দেখাশোনা করে।

নবি-তনয়া ফাতিমা রা.-এর দৃষ্টান্তই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। গম পেষার জাঁতি ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর উভয় হাতে ফোসকা পড়ে যেত। তাই তিনি একজন বাঁদির জন্য পিতার কাছে গিয়েছিলেন...। একটু ভাবুন, আমরা সেই নবির উম্মত, যার আদরের কন্যা নিজ হাতে স্বামী ও সন্তানের সেবা করে, এমনকি কাজ করতে করতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে যায়!

আরও একজন পুণ্যবতী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত আমি এখানে পেশ করতে চাই। তিনি হলেন, আসমা বিনতে আবু বকর রা.। তিনি নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে,

'জুবাইর যখন আমাকে বিয়ে করলেন, তার কাছে তখন ধন-সম্পদ, জমিজমা, দাসদাসী কিছুই ছিল না। শুধু কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি ঘোড়াটি চরাতাম, পানি পান করাতাম, পানি উত্তোলনের মশকটি (ছিঁড়ে গেলে) সেলাই করতাম এবং আটা পিষতাম। তবে আমি রুটি তৈরি করতে পারতাম না। প্রতিবেশী আনসারি মহিলারা আমাকে রুটি বানিয়ে দিত। তারা অনেক নেককার মহিলা ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুবাইরকে যে জমিটি দিয়েছিলেন, সেখান থেকে খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় বহন করে আনতাম। সে জমিনটির দূরত্ব আমার ঘর থেকে এক 'ফরসখের[৬৮] দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি হবে।'[৬৯]

চৌত্রিশ. নেককার স্ত্রীরা দৃষ্টি অবনত রাখে, বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾

৬৮. এক ফরসখ প্রায় পাঁচ কিলোমিটারের সমান।

৬৯. সহিহ মুসলিম

'আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে।'[৭০]

আর এ কারণেই স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে। স্ত্রীও কেবল তার স্বামীর দিকেই তাকায়। নেককার স্ত্রীরা লজ্জাশীলা হয়, আর লজ্জা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে।

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, 'আমি একবার খেজুরের আঁটি আনতে গেলাম। আঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে ফেরার পথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তাঁর সঙ্গে আনসারদের ছোট একটি দলও ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং ইখ্ ইখ্ বলে তার সওয়ারি উটটিকে বসানোর চেষ্টা করলেন, যাতে আমাকে এর পেছনে বসাতে পারেন। (অর্থাৎ ভারী বোঝা মাথায় আসমাকে হেঁটে যেতে দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে করুণার সঞ্চার হলো। তাই তিনি তাকে আপন সওয়ারির পেছনে বসিয়ে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিতে চাইলেন।)

কিন্তু এতগুলো লোকের সঙ্গে চলতে আমার লজ্জা হলো। জুবাইরের গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়ল। কারণ, তিনি অনেক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার লজ্জার ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। তাই লোকদের নিয়ে চলে গেলেন। তারপর আমি জুবাইরের কাছে এলাম। তাকে বললাম, মাথায় বোঝা নিয়ে আসার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর সাথে কতিপয় আনসারি সাহাবিও ছিল। আমাকে পেছনে বসানোর জন্য তিনি সওয়ারিকে বসানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি লজ্জা পেলাম, তোমার গায়রতের বিষয়টিও আমার মনে পড়ল।'[৭১]

পঁয়ত্রিশ. নেককার স্ত্রী বিয়ে করার পর যখন তুমি এই আয়াত তিলাওয়াত করবে, তোমার হৃদয় আনন্দে ভরে যাবে,

---

৭০. সুরা নুর : ৩১

৭১. সহিহ বুখারি

﴿ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾

'সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য।'[৭২]

সুতরাং তুমি ও তোমার স্ত্রী দুজনেই নেককার হও আর আল্লাহর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধন্য হও।

ছত্রিশ. দ্বীনদার স্ত্রী মানুষ-শয়তান ও জিন-শয়তান থেকে নিজের সম্ভ্রম ও সম্মানের হিফাজত করে। সে আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কারও দিকে তাকায় না। কারণ, সে জানে, এতে অকল্যাণ ছাড়া কিছুই নেই।

সে কেবল তোমার জন্য। তুমি ছাড়া কারও দৃষ্টি তার দিকে পড়ে না, কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না।

আতাবাহ নামের অপূর্ব রূপসী অনিন্দ্য সুন্দরী এক মেয়ে ছিল। তার মনোহর রূপ যে কাউকেই মুগ্ধ করত। একবার এক যুবক তার প্রেমে পড়ে গেল। গভীর ভালোবাসায় যুবকটির দেহমন চনমনিয়ে উঠল। একবার সে আতাবাহকে খবর পাঠাল, এক মুহূর্তের জন্য হলেও সে তাকে দেখতে চায়। কিন্তু আতাবাহ এতে রাজি হলো না, সে তাকে আসতে নিষেধ করে দিল। এদিকে যুবকটির প্রেম ক্রমশ আরও গভীর হতে লাগল। ধীরে ধীরে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অবশেষে একদিন সে মারা গেল।

যুবকটির মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি আতাবাহকে বলল, 'সে একটিবার তোমার চেহারা দেখলে কী হতো!' আতাবাহ জবাব দিল, 'আল্লাহর ভয়, গভীর লজ্জাবোধ ও পাড়া-পড়শিদের কুৎসা রটনার আশঙ্কা আমাকে তার সামনে যেতে বাধা দিয়েছিল। অন্যথায়, আমার ভালোবাসা, তার ভালোবাসার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না; বরং তার প্রতি আমার ভালোবাসাই বেশি ছিল। তবে নিজেকে আড়ালে রাখার মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি ভালোবাসার স্থায়িত্ব, জীবনের কল্যাণ, আল্লাহর আনুগত্য এবং পাপের স্খলন।'[৭৩]

---

৭২. সুরা নুর : ২৬

৭৩. ইবনুল কায়্যিম, রওজাতুল মুহিব্বিন

ইবরাহিম বিন জুনাইদ রহ. বলেন, 'জনৈক লোক এক নারীকে নির্জনে পেয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য ফুঁসলাচ্ছিল। মেয়েটি তাকে বলল, "কুরআন-হাদিসের জ্ঞান তুমি আমার চেয়ে বেশি রাখো।" কিন্তু লোকটি তাকে বলল, "দরজা-জানালা বন্ধ করো।" সব বন্ধ করার পর সে মেয়েটির কাছে গেল। মেয়েটি বলল, "একটি দরজা খোলা থেকে গেছে।" সে বলল, "কোন দরোজা?" মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তোমার ও রবের মাঝে যে দরোজা আছে, সেটা আমি বন্ধ করতে পারিনি।" এ কথা শুনে সহসা লোকটির চৈতন্য ফিরে এল। সে কুকর্মের বাসনা পরিত্যাগ করল।'[৭৪]

অনেক লোক বদকার মেয়ে বিয়ে করে আর শুরু থেকেই তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। তার প্রতিটি কাজকেই সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। এভাবে অশান্তি ও অস্থিরতার মাঝেই তার জীবন কাটে। পক্ষান্তরে পুণ্যবতী দ্বীনদার স্ত্রী আল্লাহকে ভয় করে চলে। তাকে দেখে স্বামীর দিল ঠান্ডা হয়, অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

সেও তো মেয়ে!

কচি বয়সেই মেয়েটি সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। সবার সঙ্গে লাগিয়ে দিত কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বোনদের সঙ্গে সে মাদরাসায় কুরআনের হিফজ শুরু করে। টানা তিন বছর মেহনতের পর সে পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফের হাফিজা হওয়ার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করে। কুরআনের সঙ্গে ছিল তার নিবিড় ভালোবাসা, হাত থেকে কুরআন সে রাখতেই চাইত না।

যখনই সে জানতে পারত, কোন ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন, তখনই সেই ইবাদতে মনোনিবেশ করত। সে তার আমলের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকত। সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখত, 'আইয়ামে বিজ'[৭৫] এর রোজাগুলোও সে ছাড়ত না। প্রতি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে সে তাহাজ্জুদ আদায় করত।

---

৭৪. ইবনুল কায়্যিম, রওজাতুল মুহিব্বিন। (ঈষৎ পরিমার্জিত)

৭৫. প্রতি হিজরি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে 'আইয়ামে বিজ' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তিন দিন রোজা রাখতেন। (অনুবাদক)

একসময় তার পড়ালেখা শেষ হলো এবং আল্লাহর রহমতে মেয়েদের উপযোগী একটি চাকরিও পেয়ে গেল। এতে সে অনেক খুশি হলো। তবে তা কেবল বেতনের লোভে নয়, বরং আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারবে বলে। মাস শেষে বেতন পেয়ে সে মায়ের কাছে ছুটে যায়, তাঁর সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। চুপিচুপি অভাবী আত্মীয়-স্বজনদের পাশে এসে দাঁড়ায়। কানে কানে বলে, বলো! তোমার কী লাগবে?

বিচিত্র সব উৎকৃষ্ট গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে তার চরিত্রে। তার কথাবার্তা, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার যে কাউকেই মুগ্ধ করবে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, দুর্লভ এই মুক্তোর বয়স ত্রিশ ছুঁইছুঁই করছে। কিন্তু এখনো তার বিয়ে হয়নি। এরূপ আরেকজনের বয়স চল্লিশ হয়ে গেল। কিন্তু এখনো থাকে মা-বাবার সঙ্গে। তাদের মাঝামাঝি বয়সের অন্য একজনেরও একই অবস্থা।

কোথায় সেই ভাগ্যবান যুবকেরা, যারা এরূপ দুর্লভ মণি-মুক্তোগুলোকে শাদি করে জীবন ধন্য করবে!? কোথায় সে পুণ্যবান তরুণরা, যারা এই পুণ্যবতী ফুলগুলোর সুবাস নেবে? গায়ের রঙ একুট কালো বলে, চোখের দৃষ্টি একটু ক্ষীণ বলে কিংবা সাইজে একটু খাটো বলে এই দুষ্প্রাপ্য মুক্তোগুলোর অবমূল্যায়ন করে কোন সেই দুর্ভাগা!? আরেকজন তালাকপ্রাপ্তা যুবতি মেয়েকে পিতার ঘরেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হচ্ছে। অথচ, সে হাফিজে কুরআন![৭৬]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এক কানা মেয়েকে তার সুন্দরী বোনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন, কানা মেয়েটি অধিক বুদ্ধিমতী। তাই তিনি লোকদের বললেন, 'কানা মেয়েটির সঙ্গেই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।'[৭৭]

শুমাইত বিন আজলান রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তিকে রহম করুন, যে বয়স্কা ও কদর্য চেহারার স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। আর এরূপ ব্যক্তি যেন জান্নাতের মহিলাদের প্রতীক্ষা করে।'[৭৮]

---

৭৬. এর অর্থ এই নয় যে, পুণ্যবতী দ্বীনদার মেয়েরা কুৎসিত ও বেটে-খাটো হয়ে থাকে। বরং অসংখ্য দ্বীনদার মেয়ে এমন আছে যারা একই সঙ্গে শারীরিক ও আত্মিক উভয় বিচারেই অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

৭৭. আল-ইহইয়া : ১৩১/৩

৭৮. প্রাগুক্ত

মালিক বিন দিনার রহ. বলেন, 'তোমরা তো ইয়াতিম মেয়েদের বিয়ে করো না। অথচ, বিয়ের পর তাদের চাহিদা থাকে কম। তারা অল্পতেই সন্তুষ্ট হয় এবং তাদের খাদ্য ও পোশাকের পেছনে যা খরচ করা হয়, তার সবটাই সদাকা হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু তোমরা বিয়ের জন্য বেছে নাও দুনিয়াদারদের মেয়েদের, যাদের চাহিদা থাকে বেশি। তারা তোমাদের কাছ থেকে এটা-সেটা দাবি করতে থাকে।'[৭৯]

অভিজ্ঞতা

ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া রহ. বলেন, 'একবার আমি সুফইয়ান বিন উয়াইনা রহ.-এর দরবারে ছিলাম। সহসা তার কাছে একজন লোক এসে বলল, "হে আবু মুহাম্মাদ, আমি আপনার কাছে অমুক মহিলার নামে অভিযোগ করছি (সে তার স্ত্রীর কথা বলছিল)। সে আমাকে অনেক অপমান করে এবং খুবই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।" সুফইয়ান কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবলেন। তারপর তাকে বললেন, "সম্ভবত তুমি তাকে এজন্য বিয়ে করেছ যে, তার দ্বারা তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি সম্মান তালাশ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে লাঞ্ছিত করেন; যে সম্পদ চায়, আল্লাহ তাকে দরিদ্রতায় নিমজ্জিত করেন; আর যে দ্বীন চায়, আল্লাহ তাকে দ্বীন তো দেনই—সঙ্গে সম্পদ ও সম্মানও দিয়ে দেন।"

তারপর বলতে শুরু করলেন, "আমরা ছিলাম চার ভাই—মুহাম্মাদ, ইমরান, ইবরাহিম এবং আমি। মুহাম্মাদ আমাদের সকলের বড়, ইমরান সকলের ছোট আর আমি মেজো। মুহাম্মাদের যখন বিয়ের সময় এল, সে সম্মানের আশায় ভালো বংশের মেয়ে বিয়ে করতে চাইল। বিস্তর অনুসন্ধানের পর তার চেয়েও ভালো বংশের এক মেয়েকে সে ঘরে তুলল। পরিণামে সে লাঞ্ছিত হলো। তারপর ইমরানের পালা এল। তার সম্পদের প্রতি ঝোঁক ছিল। তাই সে তার চেয়েও সম্পদশালী এক মেয়েকে বিয়ে করল। আল্লাহ তাআলা তাকে দরিদ্রতায় নিমজ্জিত করলেন। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার সকল সম্পদ নিয়ে নিল, তাকে কিছুই দিল না।

---

৭৯. আল-ইহইয়া: ৪২/২

এরপর একদিন আমাদের কাছে ইমরান বিন রাশেদ এলেন। আমি তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম এবং অপর দুই ভাইয়ের অবস্থাও তাকে জানালাম। তিনি আমাকে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বিন জা'দা এবং আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত দুইটি হাদিস শোনালেন।

ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত হাদিস : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعٍ: عَلَى دِيْنِهَا وَحَسَبِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে মেয়েদের বিয়ে করা হয়। ১. দ্বীনদারি, ২. বংশ, ৩. সম্পদ ও ৪. সৌন্দর্য। দ্বীনদার মেয়ে নির্বাচন করা তোমার জন্য আবশ্যক, (অন্যথায়) ধুলোয় ধূসরিত হোক তোমার উভয় হাত।"[৮০]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَكْثَرُ النِّسَاءِ بَرَكَةً: أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً

"যে নারীর মোহর যত কম হয়, সে নারী তত বরকতময় হয়।"

হাদিস দুটো শুনে আমি আমল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে নিজের জন্য দ্বীনদার মেয়ে পছন্দ করলাম। আল্লাহ তাআলা দ্বীনের সঙ্গে সম্পদ ও সম্মানও আমায় দিয়ে দিলেন।'[৮১]

---

৮০. সহিহ বুখারি : ৫০৯০, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৬

৮১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২৮৯/৭

দ্বীনদার স্ত্রীর উপকারিতার কতিপয় নমুনা

উমর বিন খাত্তাব রা.-এর শাসনকাল। তিনি দুধে পানি মেশানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। রাতে তিনি মদিনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে লোকদের অবস্থা দেখতেন। একবার রাতে মদিনার প্রান্তে এক বাড়ির পাশ দিয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে মা-মেয়ের বাক্যালাপের আওয়াজ কানে এল,

: কিরে সকাল তো হয়ে এল, এখনো দুধে পানি মেশাওনি?

- দুধে কীভাবে পানি মেশাব, আমিরুল মুমিনিন নিষেধ করেছেন না?

: আরে, মানুষ তো তবু পানি মেশাচ্ছে। তুমিও মেশাও। আমিরুল মুমিনিন জানতে পারবেন না।

- আমিরুল মুমিনিন জানতে না পারলেও তার রবের কাছে তো অজানা থাকবে না। আমি এমন কোনো কাজ করতে পারি না, যা তিনি নিষেধ করেছেন।

উমর রা. বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন এবং নীরবে প্রস্থান করলেন। সকালে তিনি তার ছেলে আসিমকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, 'তুমি অমুক জায়গায় গিয়ে অমুক বাড়িটি খুঁজে বের করবে। তাদের একটি মেয়ে আছে। তার সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আসবে।' আসিম পিতার কথামতো সেখানে গেলেন এবং খবর নিয়ে জানলেন মেয়েটি হেলাল গোত্রের। তারপর উমর রা. তাকে বললেন, 'ছেলে আমার, তুমি যাও—মেয়েটিকে বিয়ে করো।' অবশেষে মেয়েটির সঙ্গে আসিমের বিয়ে হলো। তার গর্ভে জন্ম হলো, উম্মে আসিমের। আব্দুল আজিজ বিন মারওয়ান বিন হাকামের সঙ্গে উম্মে আসিমের বিয়ে হলো। তার গর্ভেই জন্ম নিলেন খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.।[৮২]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবু তালহা রা. উম্মে সুলাইম রা. কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উত্তরে উম্মে সুলাইম বলেছিলেন, 'আপনার মতো লোককে তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আপনি তো কাফির আর আমি একজন

---

৮২. ইবনে আব্দুল হাকাম, সিরাতে উমর বিন আব্দুল আজিজ : ২২-২৩

মুসলিম মেয়ে—এই অবস্থায় আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারব না। হ্যাঁ, আপনি যদি মুসলিম হয়ে যান, তবে এটিই হবে আমার মোহর। আমি এর অতিরিক্ত কিছু চাইব না।' আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করে উম্মে সুলাইমকে শাদি করলেন।

ইবনে আবি শায়বা রহ. ইমাম শাবি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, উহুদের দিন জনৈক মহিলা সাহাবি তার ছেলের হাতে তরবারি তুলে দিলেন। কিন্তু (বয়স কম হওয়ার কারণে) ছেলেটি তা বহন করতে পারছিল না। তাই তিনি একটি রশি দিয়ে তরবারিটি তার হাতের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। তারপর তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এ আমার ছেলে! আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আপনাকে দুশমনের হামলা থেকে রক্ষা করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, (তলোয়ার) এখানে বহন করো, এখানে বহন করো। (তলোয়ার কোথায় রাখবে তা শিখিয়ে দিলেন)। সেটি করতে গিয়ে ছেলেটি পড়ে গেল এবং আহত হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, বেটা! তুমি কি ঘাবড়ে গেছ? সে বলল, নাহ! হে আল্লাহর রাসুল!

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, 'যখন এই আয়াত নাজিল হলো।

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾

"কে সে, যে আল্লাহকে করজে হাসানা[৮৩] প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন।"[৮৪]

তখন আবুদ-দাহদাহ আনসারি রা. বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছ থেকে কর্জ চান?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হে আবুদ-দাহদাহ!" সে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে আপনার হাতটি দিন।" এই বলে সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত তার হাতে নিল। তারপর বলল, "আমি আমার বাগানটি আমার রবকে কর্জ

---

৮৩. নিঃস্বার্থভাবে যে ঋণ দেওয়া হয়, তাকে করজে হাসানা বলে।

৮৪. সুরা বাকারা : ২৪৫

হিসেবে দিলাম।"' ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'তার বাগানে ছয়শত খেজুর গাছ ছিল। তার স্ত্রী উম্মুদ-দাহদাহ সেখানে পরিবার নিয়ে থাকতেন।

তারপর আবুদ-দাহদাহ তার বাগানে এলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "হে উম্মুদ-দাহদাহ!" স্ত্রী বলল, "বলুন, হে আমার স্বামী!" তিনি বললেন, "তুমি এই বাগান থেকে বেরিয়ে যাও। এটি আমি আমার রবকে কর্জ হিসেবে দিয়ে ফেলেছি।" উম্মুদ-দাহদাহ তার মাল-সামান নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে গেলেন। তার এক ছেলের হাতে একটি খেজুর ছিল, তিনি সেটিও কেড়ে নিলেন এবং বাচ্ছাকাচ্ছা নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।'[৮৫]

ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর স্ত্রী আবাসা বিনতে ফজল সম্পর্কে বলেন, 'সে আমার সঙ্গে ত্রিশ বছর কাটিয়েছে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে একটি বারের জন্যও কোনো বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি। এমতাবস্থায়ই সে ইনতেকাল করেছে। আল্লাহ তার ওপর রহমত করুন।'

বাগদাদে এক ধনী বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিল। একদিন সে যথারীতি দোকান খুলে পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে। এমন সময় বোরকাবৃতা এক তরুণী এল। সে কিছু কিনতে চাইল। কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ তরুণীর মুখের কাপড় সরে গেল। তার চেহারার দিকে চোখ পড়তেই ব্যবসায়ী চমকে উঠল—অপরূপ সুন্দর এক মুখশ্রী জেগে রইল তার হৃদয়ে। মনের অজান্তেই সে বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! এই অপূর্ব মুখাবয়ব আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

তরুণী বলল, 'আমি এখানে কিছু কিনতে আসিনি। কিছুদিন ধরে আমি বাজারে ঘোরাফেরা করছি এমন এক যুবকের খুঁজে, যাকে দেখেই আমার ভালো লাগবে এবং যার ছবি আমার হৃদয়ে আঁকা হয়ে যাবে—আর তাকেই আমি বিয়ে করব। তুমিই সে যুবক, যাকে আমি পছন্দ করেছি। আমার ধন-সম্পদের অভাব নেই। তোমাকে ভরণপোষণ নিয়ে ভাবতে হবে না। বলো, আমাকে বিয়ে করবে কি না?'

যুবকটি বলল, 'আমি বিবাহিত। স্ত্রী আমার চাচাতো বোন। তাকে কথা দিয়েছি, তার বর্তমানে আমি আর কোনো মেয়েকে শাদি করব না। আমাদের একটি সন্তানও আছে।'

---

৮৫. দেখুন তাফসিরে ইবনে কাসির : ২৯৯/১

বিবাহিত শুনেও তরুণী দমল না। সে বলল, 'তুমি সপ্তাহে শুধু দু'বার আমার কাছে আসবে—এতেই আমি খুশি থাকব।' যুবক রাজি হয়ে গেল। তখনই তারা কাজির কাছে গিয়ে আকদ সেরে ফেলল। তারপর সে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর বাড়ি গিয়ে উঠল। একরাত সেখানে কাটিয়ে পরদিন নিজের ঘরে ফিরল। স্ত্রীকে বলল, 'আমার এক বন্ধু আমাকে তার বাড়িতে মেহমান হওয়ার অনুরোধ করেছিল। অনেক কাছের বন্ধু কি না—তার কথা ফেলতে পারলাম না। বন্ধুর মন রাখতে একটা রাত তার ওখানে কাটিয়ে এলাম।'

যুবক ব্যবসায়ী তার নতুন স্ত্রীর বাড়িতে প্রথম দিকে সপ্তাহে দু'বার গেলেও ধীরে ধীরে যাতায়াত বাড়িয়ে দিল। রাতটা চাচাতো বোনের সঙ্গে থাকলেও প্রতিদিন জোহরের পরের সময়টা নতুন স্ত্রীর ওখানে কাটাতে লাগল।

এভাবে দিন যায়, সপ্তাহ গড়ায়, মাস ফুরোয়। দেখতে দেখতে আটটি মাস যে কীভাবে কেটে গেল সে টেরই পেল না। একদিন কোনো এক অজানা কারণে তার চাচাতো বোনের সন্দেহ হলো। সে সবার অগোচরে বাড়ির চাকরানি মেয়েটিকে স্বামীর পেছনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল খোঁজখবর নিতে। সে প্রতিদিন কোথায় যায়, কী করে?

যুবক ব্যবসায়ী সকালে দোকানে গেল। জোহরের সময় দোকান বন্ধ করে যথারীতি নতুন স্ত্রীর বাড়ির দিকে রওনা হলো। এদিকে মেয়েটি চুপিচুপি তার পিছু নিল। সে দেখল, নানা অলিগলি ঘুরে তার মনিব সুরম্য একটি বাড়িতে প্রবেশ করেছে। সে পাশের বাড়িতে গিয়ে টোকা দিল। এক মহিলা দরোজা খুলল। মেয়েটি বলল, 'আন্টি, দয়া করে একটু বলবেন, ওই বাড়িটি কাদের?' মহিলা বলল, 'ওহ, আমাদের পাশের বাড়ির কথা বলছ!? এটি অমুক তরুণীর বাড়ি। কিছুদিন হলো নতুন বিয়ে করেছে। স্বামী প্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী। বাগদাদের বাজারে তার দোকান আছে। বড্ড সুখে দিন কাটছে মেয়েটার।'

মেয়েটি দ্রুত ঘরে ফিরে মনিবের স্ত্রীকে সব জানাল। সে বলল, 'খবরদার! তুমি এ ব্যাপারে কারও সামনে মুখ খুলবে না। আমার স্বামী যেন জানতে না পারে, তার রহস্যটা আমি জেনে ফেলেছি।'

বছরটা চলে গেল। একদিন যুবকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং দিন কয়েক রোগে ভুগে মারা গেল। প্রথমা স্ত্রী তার সমুদয় সম্পদ জমা করে দেখল—তার রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ আট হাজার দিনার। কুরআনে বর্ণিত মিরাস বণ্টনের নীতি অনুসারে সে সন্তানের জন্য সাত হাজার দিনার আলাদা করল। বাকি রইল এক হাজার দিনার। সেখান থেকে নিজের জন্য অর্ধেক রেখে, অবশিষ্ট পাঁচশ দিনার একটি থলেতে পুরে চাকরানি মেয়েটিকে ডেকে বলল, 'এই থলেটি নাও। ওই যে মেয়েটি! তার বাসায় গিয়ে থলেটি তাকে দেবে। বলবে, আপনার স্বামী আর নেই। তিনি আট হাজার দিনার রেখে গেছেন। সাত হাজার দিনার তার সন্তানের জন্য এবং বাকি এক হাজার দিনারকে সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ তার প্রথমা স্ত্রী রেখেছে, আরেক ভাগ আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।'

মনিবের স্ত্রীর কথামতো চাকরানি মেয়েটি দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে গেল। থলেটি তার হাতে তুলে দিয়ে পুরো বৃত্তান্ত শুনাল। কিন্তু সে থলেটি ফিরিয়ে দিয়ে বাক্স খুলে একটি কাগজ বের করল এবং বলল, 'এই টাকাগুলো আমি পাব না। কেননা, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছিলেন। এই দেখো তার দলিল!' এই বলে সে কাগজটি মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিল।[৮৬]

ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ. তাঁর (الورع) 'আল-ওয়ার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আব্বাস বিন সাহম রহ. বলেন, 'এক নেককার মহিলা রুটি বানাচ্ছিল। এমন সময় তার কাছে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, "আল্লাহর কসম! রুটির এই খামিরার মধ্যে তার ওয়ারিসদের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেল।"'

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের ছেলে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, 'একদিন আমি আব্বুর সঙ্গে ঘরে ছিলাম। হঠাৎ দরোজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। আব্বু বললেন, "আব্দুল্লাহ, দেখ তো বাইরে কে এসেছে?" দরজা খুলে দেখি, এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, "আমি আবু আব্দুল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" আমি আব্বুকে এসে বললাম, একজন মহিলা এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আব্বু বললেন, "তাকে

৮৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৫৩২/২

ভেতরে নিয়ে এসো।" মহিলাটি ভেতরে এসে বসল এবং আব্বুকে সালাম করল। তারপর বলল, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আমি চরকায় সুতা কাটি। কখনো রাতেও আমি কাজ করি। মাঝে মাঝে কাজের মাঝখানে বাতি নিভে যায়। তখন ঘরের বাইরে চাঁদের আলোতে গিয়ে সুতা কাটি। এখন সুতো বিক্রি করার সময় কি আমাকে ক্রেতাদের বলে দিতে হবে, এই সুতোগুলো বাতির আলোতে কাটা আর এগুলো চাঁদের আলোতে কাটা?" আব্বু বললেন, "তোমার কাছে যদি মনে হয়, বাতির আলোতে কাটা সুতা আর চাঁদের আলোতে কাটা সুতার মধ্যে মানের বিচারে পার্থক্য হয়ে যায়, তবে অবশ্যই ক্রেতাকে তা স্পষ্ট করে বলতে হবে।" মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, "হে আবু আব্দুল্লাহ, রোগীর কান্না কি সবরের পরিপন্থী? এটি কি অভিযোগ হিসেবে গণ্য হবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আশা করি, এটি অভিযোগ হবে না। তবে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা উচিত, মাখলুকের কাছে নয়।" তারপর মহিলাটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মহিলাটি ঘর থেকে বের হয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন, "এমন সূক্ষ্ম প্রশ্ন তো কেউ আমাকে করেনি! তুমি তার পেছনে পেছনে যাও। দেখ, মহিলাটি কোথায় যায়। খোঁজ নাও, কাদের মেয়ে সে?" আমি তাকে অনুসরণ করলাম। কয়েকটি গলি পেরিয়ে সে বাশার বিন হারিস এর ঘরে প্রবেশ করল। খবর নিয়ে জানলাম মেয়েটি বাশারের বোন। তারপর আমি বাসায় ফিরে আব্বুকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, "মহিলাটি বাশারের বোন ছাড়া অন্য কেউ হওয়া একেবারে অসম্ভব।"'

দ্বীনদার স্ত্রীরা সন্তানদের যথাযথভাবে লালনপালন করে এবং তাদের সঠিক তালিম-তরবিয়তের মাধ্যমে বড় করে তোলে। ইসলামের ইতিহাসের অমর মহামনীষীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের কামিয়াবির নেপথ্যে মহীয়সী মায়ের ভূমিকাই সর্বাধিক। এখানে তাদের কতিপয় নমুনা পেশ করছি।

সিরিয়ার বিখ্যাত ফকিহ ইমাম আবু আমর আল-আওজায়ি রহ.-এর ব্যাপারে ইমাম নববি রহ. বলেন, সমকালীন ফুকাহায়ে কিরাম তার ইমামত মেনে নিয়েছেন। তার উঁচু মর্যাদা ও গভীর প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিয়েছেন উলামায়ে

কিরাম। তার প্রবাদপ্রতিম ইলম, ইবাদত, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার কথা সালাফের বাণীতে প্রায়ই দেখা যায়। হাদিস শাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্য ও ফিকাহশাস্ত্রে তার সূক্ষ্মদর্শিতাও সর্বজনবিদিত।

ইলম ও আমলের এই বিশাল পর্বতটি বেড়ে ওঠার নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে একজন মহীয়সী নারীর তালিম ও তরবিয়ত। পিতার মৃত্যুর পর মা-ই তাকে তিলে তিলে বড় করে তোলেন।

রাবিয়াতুর রায়ি রহ. হলেন ইমাম মালিক বিন আনাস রহ.-এর উস্তাদ। তাকে মায়ের পেটে রেখে তার পিতা জিহাদের ময়দানে শহিদ হন। যাওয়ার সময় তিনি স্ত্রীর কাছে ত্রিশ হাজার দিনার রেখে যান। এই মহীয়সী নারী স্বামীর রেখে যাওয়া সবগুলো দিনারই খরচ করেছেন সন্তানকে দ্বীনের ইলম ও ফিকহ শিক্ষা দেওয়ার কাজে। তাঁর বিরামহীন মেহনত ও সাধনার বরকতে ইয়াতিম সন্তানটি হয়ে ওঠে ইমাম রাবিয়াতুর রায়ি। তিনি মদীনার শীর্ষ স্থানীয় আলিম, মুফতি ও ফকিহ ছিলেন।

এবার শুনুন, বিশ্ববিশ্রুত ইমাম মালিক বিন আনাস রহ.-এর কথা। তাঁর মুবারক হাতেই সংকলিত হয় জগদ্বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ 'মুয়াত্তা'। তার কাছ থেকে হাদিস ও ফিকহ অর্জনের জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোনা থেকে মদিনা অভিমুখে ছুটে যেত তালিবে ইলমের কাফেলা। রাজা-বাদশারা পর্যন্ত তাকে সমীহ করে চলত।

এই মহান ইমামও কিন্তু এক পুণ্যবতী মায়ের মেহনতের সোনালি ফসল, যিনি তার জন্য ইলম অর্জনের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। ইমাম মালিকের জবানিতেই শুনুন তাঁর পুণ্যাত্মা মায়ের কাহিনী : আমি মাকে গিয়ে বললাম, 'মা, আমি ইলম শিখতে যাব।' তিনি বললেন, 'এসো তোমাকে ইলমের পোশাক পরিয়ে দিই।' এই বলে তিনি আমাকে জামা ও টুপি পরিয়ে দিলেন। তারপর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিয়ে বললেন, 'যাও, রাবিয়াতুর রায়ি এর কাছে যাও। ইলম শেখার পূর্বে তার কাছ থেকে আদব শিখো।

এই যে ইমাম শাফেয়ি রহ.—তার বড় হওয়ার নেপথ্যেও রয়েছে একজন দ্বীনদার মায়ের ভূমিকা। শৈশবেই তিনি ইয়াতিম হন। তাঁর মহীয়সী মা-ই

তাকে সযত্নে প্রতিপালন করেন এবং তার তালিম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা করেন। তাঁর তাকওয়া, ইবাদত ও প্রজ্ঞা যুগে যুগে মায়েদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

আব্দুল ওয়াহহাব বিন আতা আল খাফ্‌ফাফ রহ. বলেন, 'মদিনার আলিমগণ আমাকে একটি ঘটনা শুনান। উমাইয়া শাসনামলে আব্দুর রহমান বিন রাবিয়াহর পিতা ফররুখ রহ. খুরাসানের জিহাদে যোগ দেন। তাঁর পুত্র রাবিয়াহ তখনও মায়ের পেটে। যাওয়ার সময় স্ত্রীর কাছে তিনি ত্রিশ হাজার দিনার রেখে যান। জিহাদের উদ্দেশ্যে তাঁর মদিনা থেকে বের হওয়ার কয়েক যুগ কেটে যায়। কিন্তু বাড়ি ফেরার কোনো নাম নেই। অবশেষে দীর্ঘ সাতাশ বছর পর তিনি ফিরে আসেন আপন শহরে। ঘোড়ায় চড়ে হাতে বর্শা নিয়ে তিনি ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। প্রথমে বর্শা দিয়ে কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দেন। তারপর ভেতরে প্রবেশ করেন। আওয়াজ শুনে রাবিয়াহ দরজার দিকে যান। ঘরে অপরিচিত লোক দেখে তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠেন, "হে আল্লাহর দুশমন, কোন সাহসে তুই আমার ঘরে হানা দিলি?" (তিনি জানেন না, আগন্তুক লোকটি তার পিতা) ফররুখও চিৎকার করে বললেন, "আল্লাহর দুশমন তো তুই! কোন সাহসে তুই আমার স্ত্রীর কাছে এসেছিস?"

চকিতে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তারা, চেপে ধরেন একে অপরের টুঁটি। হাঙ্গামা শুনে ছুটে আসে পাড়া-পড়শিরা। চারদিকে বাতাসের গতিতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। মালিক বিন আনাস-সহ অন্য আলিমদের কাছেও পৌঁছে যায় এই খবর। তাঁরা সবাই তাঁদের উস্তাদ শাইখ রাবিয়াহকে জালিম লোকটির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসেন। রাবিয়াহ চিৎকার করে বলেন, "আল্লাহর কসম, তোকে আমি সুলতানের সামনে নিয়েই ছাড়ব!" ফররুখও চিৎকার করে বলেন, "আল্লাহর কসম! তোকে আমি সুলতানের কাছে নিয়ে ছাড়ব! বেটার কত্ত বড় সাহস, আমার স্ত্রীর ওপর হাত দেয়!" হট্টগোল আর ডাক-চিৎকারের মাঝখানে হঠাৎ সেখানে উদয় হন ইমাম মালিক বিন আনাস। সঙ্গে আছেন আরও কয়েকজন আলিম। তাঁকে দেখে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। ইমাম মালিক ফররুখের কাছে জানতে চান, "মুরব্বি, এই ঘরটি কি সত্যিই আপনার?" ফররুখ উত্তর দেন, "অবশ্যই!

এটি আমার ঘর। আমি ফররুখ।" ঘরের ভেতর থেকে শাইখ রাবিয়ার মা ফররুখের গলা শুনে তাকে চিনে ফেলেন। তিনি দ্রুত বের হয়ে আসেন। সবাইকে থামিয়ে বলেন, "উনি আমার স্বামী আর এটি আমার সন্তান। রাবিয়াহ পেটে থাকা অবস্থায় উনি জিহাদে চলে গিয়েছিলেন।" তার কথা শুনে পিতা-পুত্র দুজনেই বাকরুদ্ধ। ঘোর কাটতেই তাঁরা পরস্পরের দিকে ছুটে যান। ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরেন একে অপরকে। কাঁদতে থাকেন অঝোর নয়নে।

তারপর ফররুখ ঘরে প্রবেশ করেন। স্ত্রীর কাছে জানতে চান, "এই কি আমার সেই ছেলে, যাকে তোমার পেটে রেখে আমি চলে গিয়েছিলাম।" সে বলল, "হ্যাঁ।" ফররুখ বলেন, "তোমার কাছে আমি যে দিনারগুলো রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো বের করো। আর এই দেখো, আমি আরও চল্লিশ হাজার দিনার নিয়ে এসেছি।" স্ত্রী বলেন, "সেগুলো তো আমি এক জায়গায় মাটিতে পুঁতে রেখেছি। কয়েকদিন পর আপনাকে বের করে দেবো।"

এদিকে শাইখ রাবিয়াহর দরসের সময় ঘনিয়ে আসে। তিনি মসজিদের দিকে রওনা হয়ে যান। মালিক বিন আনাস, হাসান বিন জাইদ ও ইবনে আবি-আলির মতো প্রখ্যাত আলিমগণ-সহ মদিনার সম্ভ্রান্ত লোকেরা ভিড় জমান তার দরসে। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণে বিশালাকার ধারণ করে তালিমের এই জমায়েত।

রাবিয়াহর মা স্বামীকে বলেন, "যান, মসজিদে নববিতে গিয়ে নামাজ পড়ে আসুন।" তিনি মসজিদে গিয়ে দেখেন, তালিবে ইলমগণের বিশাল মাহফিল। পুরোদমে দরস চলছে। ধীর পায়ে হেঁটে তিনি মজলিসের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। লোকজন এদিক ওদিক সরে গিয়ে বসার জন্য তাকে সামান্য জায়গা করে দেয়। শাইখ রাবিয়াহ মজলিসের শেষ প্রান্তে পিতাকে বসতে দেখে মাথাটা নিচু করে ফেলেন, যাতে পিতা তাঁকে না চেনেন। কিন্তু পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনে পিতা ঠিকই ধরে ফেলেন। অবাক বিস্ময়ে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। মনে মনে বলেন, "এ যে আমার পুত্র—রাবিয়াহ বিন আবু আব্দুর রহমান! আল্লাহ তাঁকে এত উঁচু মর্যাদা দান করেছেন!"

নামাজ পড়ে তিনি দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে বলেন, "আল্লাহর কসম! তোমার সন্তানের মতো এমন শানদার দরস দিতে আমি কাউকে দেখিনি! তার মতো এমন উঁচু স্তরের আলিম ও ফকিহও আমার কোথাও চোখে পড়েনি!" স্ত্রী বলেন, "এবার বলুন তো, আপনার কাছে কোনটি বেশি প্রিয়—আপনার সন্তানের ইলম ও মর্যাদা, নাকি ওই ত্রিশ হাজার দিনার?" ফররুখ উত্তর দেন, "আল্লাহর কসম! আমার ছেলের ইলম ও মর্যাদার কাছে ওই ত্রিশ হাজার দিনার কিছুই না!" স্ত্রী বলেন, "আপনার রেখে যাওয়া দিনার দিয়ে আমি আপনার সন্তানটিকে মানুষ করেছি। সবগুলো দিনার আমি তার ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করেছি।" সব শুনে তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ! দিনারগুলোর যথার্থ ব্যবহার তুমি করেছ!"[৮৭]

পুণ্যবতী মেয়েদের কোথায় পাবে?

এতে সন্দেহ নেই যে, তোমার মন এখন ব্যাকুল হয়ে পুণ্যবতী মেয়েদের সন্ধান করছে। এমন ভাগ্যবতী মেয়েরা কোথায় থাকে? কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যায়?—এই প্রশ্নগুলো নিশ্চয় তোমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আসলে এই প্রশ্নগুলো প্রত্যেক চিন্তাশীল বিবেচক মুসলিমের মনে উদিত হয়। বরং এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন একের পর এক করাঘাত করতে থাকে তার অন্তরের দরোজায়। এমনকি কোনো ঘর বা গাড়ি কিনতে গেলেও এরূপ অনেক জিজ্ঞাসা আমাদের মনে হানা দেয়।

হে তরুণ!

আল্লাহ তাআলা পুণ্যবতী ও দ্বীনদার মেয়ে চেনার জন্য যেমন অনেক আলামত ও নিদর্শন দিয়েছেন, তেমনই বদকার ও নির্লজ্জ মেয়ে শনাক্ত করার জন্যও অনেক চিহ্ন ও লক্ষণ তৈরি করে রেখেছেন।

মনে রেখো, বাড়ির অভ্যন্তর ভাগ হলো পুণ্যবতী মেয়েদের আবাসস্থল। একান্ত প্রয়োজন না হলে তারা ঘর থেকে বের হয় না। রাস্তায় বা বাজারে তাদের কারও ওপর যদি তোমার চোখ পড়েও যায়। তুমি দেখবে, তারা

---

৮৭. ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান : ২৯০/২

বোরকা দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে। ঘরে হোক বা বাইরে—সব কাজ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম অনুযায়ী করতে সচেষ্ট থাকে।

তাদের তুমি পাবে মহিলা মাদরাসাগুলোর প্রাণবন্ত দরসে—উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত মহিলা-কলেজ-ভবনের সামনের সবুজ চত্বরে কিংবা প্রার্থনা কক্ষের মেঝেতে। মেয়েদের দ্বীনি প্রোগ্রামগুলোতেও তাদের পেতে পারো। মেয়েদের হিফজুল কুরআন মাদরাসাগুলোতে তাদের দেখা যায়। এ ছাড়াও যেখানেই দ্বীনি পরিবেশ আছে, সেখানে অনুসন্ধান চালাতে পারো। খেয়াল রেখো, পাখি কিন্তু তার পছন্দের ডালে গিয়েই বসে।

আলিম-উলামা ও পরহেজগার লোকদের ঘর পুণ্যবতী তরুণীদের নিরাপদ অভয়ারণ্য। তাদের নীরব পদচারণায় ঝলমল করে দ্বীনদারদের বাড়িগুলো। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

আল্লাহর শুকর ইদানীং মেয়েদের বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এমনকি গত দশ বছরে তরুণীদের সংখ্যা যুবকদেরও ছাড়িয়ে গেছে।

একটু মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করলেই তুমি পেয়ে যাবে তোমার কাঙ্ক্ষিত জীবনসাথি। হয়তো পথের ধারে পরিচিত হওয়া মানুষটিও তোমার জন্য নিয়ে আসতে পারে সুখের পয়গাম।

পুণ্যবতী মেয়েদের একটি দৃষ্টান্ত

একবার ইমাম শাবি রহ. একবার কাজি শুরাইহ রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি শুরাইহ রহ.-এর কাছে তার পরিবারের অবস্থা জানতে চান। শুরাইহ রহ. বলেন, 'আজ বিশ বছর হয়ে গেল। আমার পরিবারের কোনো অসংগতি আমি দেখিনি। এমনকি কোনো দিন আমাকে রাগান্বিতও হতে হয়নি।' শাবি রহ. জানতে চান, 'এটি কীভাবে সম্ভব হলো?' তিনি বলেন, 'বাসর রাতে যখন আমি স্ত্রীর ঘরে ঢুকলাম, তার অপূর্ব মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার উচিত পবিত্র হয়ে দু'রাকাত সালাতুশ শুকর আদায় করা। নামাজ যখন শেষ হলো, বুঝতে পারলাম, আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে নামাজ পড়েছে। আমার সাথেই সালাম ফিরিয়েছে।

রাত একটু গভীর হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে বাড়ির শোরগোলও কমে এল। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা সবাই এক এক করে চলে যেতে লাগল। ঘর যখন একেবারে শান্ত হয়ে এল, আমি ধীরে ধীরে তার পাশে এসে দাঁড়ালাম এবং তার দিকে হাত বাড়ালাম। একজন পুরুষ নারী থেকে যা পেতে চায়, আমিও তা-ই চাইলাম। চকিতে সে বলে উঠল, 'হে আবু উমাইয়া, দয়া করে একটু থামুন। কিছুক্ষণ আপন অবস্থায় থাকুন।' তারপর সে বলতে লাগল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাইছি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি দরুদ প্রেরণ করছি। আমি আপনার কাছে একজন অপরিচিত নারী। আপনার রুচি ও স্বভাবের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আপনার পছন্দনীয় বিষয়গুলো বলুন, যাতে সেগুলো আমি করতে পারি। আর আপনার অছন্দনীয় বিষয়গুলোও আমাকে জানিয়ে দিন, যাতে আমি সেগুলো ত্যাগ করতে পারি।'

সে আরও বলল, 'আপনার গোত্রে এমন অনেক নারী ছিল, যাদের চাইলে আপনি বিয়ে করতে পারতেন। আমার গোত্রেও এমন অনেক পুরুষ ছিল, যারা আমার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যা ফয়সালা করেন, তা-ই হয়। আপনি আমাকে পেয়েছেন। এখন আপনি তা-ই করবেন, যা আল্লাহ আপনাকে করতে আদেশ দিয়েছেন। বিষয়টি আপনার হাতে, আপনি চাইলে আমাকে ভালোভাবে রাখতে পারেন অথবা সুন্দরভাবে বিদায়ও করে দিতে পারেন। আমার কথাগুলো আমি বললাম। আমি আল্লাহর কাছে নিজের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার জন্যও মাগফিরাত কামনা করছি।'

একটু থেমে শুরাইহ রহ. আবার বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর কসম! হে শাবি, সে যেন আমাকে সেখানেই একটি খুতবা দেওয়ার জন্য বাধ্য করল। আমিও বলতে শুরু করলাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাইছি এবং দরুদ প্রেরণ করছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। তুমি এমন কিছু কথা বলেছ, যার ওপর অটল থাকতে পারলে তুমি পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কিছু করলে তোমার কথাই তোমার বিপক্ষে দলিল হবে।'

তারপর আমি তাকে আমার পছন্দ ও অপছন্দগুলো একে একে খুলে বললাম। সে প্রশ্ন করল, 'আমার বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটি আপনি কীভাবে নেন?' আমি বললাম, 'শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বারবার সাক্ষাৎ করে আমাকে বিরক্ত করুক, তা আমি চাই না।'

সে আবার প্রশ্ন করল, 'আপনার প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে কারা ঘরে আসলে আপনি খুশি হন এবং কাদের আসা আপনি অপছন্দ করেন?' আমি বললাম, 'অমুক অমুক আমার বাড়ি আসুক, তা আমি চাই না। আর অমুক অমুক বাড়িতে এলে কোনো সমস্যা নেই।' আমি আরও বললাম, 'অমুক অমুক পরিবারের লোকেরা ভালো। সুতরাং তুমি চাইলে তাদের ঘরে আনতে পারো। আর অমুক অমুক পরিবারের লোকগুলো খারাপ, তাদের ঘরে আসার অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না।'

বলতে বলতে শুরাইহ একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'আল্লাহর কসম! সেই রাত ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে সুখময় রাত। তারপর পুরো একটি বছর যেন খুশি ও আনন্দের হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সারা বছর তার মধ্যে আমি কেবল কল্যাণ ও সন্তুষ্টিই খুঁজে পেয়েছি।'

পরবর্তী বছরের শুরুর দিকের কথা। একদিন আমি আদালতের এজলাস শেষ করে বাড়ি ফিরে দেখি, আমার রুমে একজন অপরিচিতা মহিলা। আমি জানতে চাইলাম, 'এই মহিলাটি কে?' তারা বলল, 'আপনার শ্বাশুড়ি।' তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে কেমন পেলে?' আমি বললাম, কল্যাণময় স্ত্রী।'

তারপর তিনি বললেন, 'হে আবু উমাইয়া, নারীরা দুটি পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকে।'

১. যখন তারা সন্তান প্রসব করে।

২. যখন তারা স্বামীর কাছ থেকে লাগামহীন ভালোবাসা ও প্রশ্রয় পায় এবং স্বামী যখন তার প্রতি অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

আল্লাহর কসম, হে আবু উমাইয়া, পুরুষের জন্য অতিরিক্ত আদর-সোহাগ ও প্রশ্রয় পাওয়া স্ত্রীর চেয়ে অধিক অনিষ্টকর কিছু নেই। সুতরাং, যখনই প্রয়োজন হয়, স্ত্রীকে আদব শিক্ষা দেবে আর যখন দরকার পড়ে তাকে শুধরাবে।'

শুরাইহ রহ. এই বলে তার কথা শেষ করলেন, আমার সেই স্ত্রী আমার সঙ্গে দীর্ঘ বিশ বছর সংসার করেছে। কিন্তু একটি বারের জন্যও সে এমন কিছু করেনি, যা আমি অপছন্দ করি। হ্যাঁ, শুধু একবার তার একটি কাজ আমি অপছন্দ করেছিলাম। তবে পরে আমি বুঝতে পারি, ভুলটি মূলত আমার ছিল। এই অবস্থায়ই সে আমাকে ছেড়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়।' (আল্লাহ তাকে রহম করুন।)

একটু ভাবো!

আবু উসমান নিশাপুরি রহ.-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, জীবনের কোন আমলটি আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দের? তিনি বললেন, 'আমি সবে কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা রেখেছি। তখনো কৈশোরে চপল স্বভাব আমার পুরোপুরি কাটেনি। এই অবস্থায় পরিবারের লোকেরা আমার জন্য পাত্রী খুঁজছিল। কিন্তু আমি বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানালাম। একদিন জনৈক মেয়ে এসে আমাকে ভীষণ অনুনয়-বিনয় করে বলল, 'হে আবু উসমান, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে বিয়ে করো।' তারপর সে তার বাবাকে নিয়ে এল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, লোকটি খুবই দরিদ্র। তিনি এসে মেয়েটিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন। বাসর রাতে মেয়েটির কাছে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। অবাক চোখে আমি দেখলাম, সে কানা, খোঁড়া ও কুৎসিত। ক্ষোভে-দুঃখে আমার মন ভরে গেল। সে আমাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসত। আমাকে সহজে কোথাও যেতে দিত না। আমিও তার মন রক্ষা করার জন্য তার পাশে বসে থাকতাম। তার সামনে কোনো ধরনের ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতাম না। অথচ আমার অন্তরে তার প্রতি একরাশ ঘৃণা ও বিরক্তি ছাড়া কিছুই ছিল না। দীর্ঘ পনেরোটি বছর সে আমার সঙ্গে থাকে। তারপর মারা যায়। আমার জীবনের সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল সে মেয়েটির মন রক্ষা করা।'[৮৮]

---

৮৮. সাইদুল খাতির : ৩৪৯ পৃষ্ঠা

ছোট্ট একটি কথা

হে তরুণ!

তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করো। যৌবনের পবিত্রতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জন করো—যাতে পুণ্যবতী নারীদের জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে তুমি ধন্য হতে পারো। কারণ, দ্বীনদার মেয়ে তো এমন কাউকে খুঁজে ফিরে, যার চরিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত।

পুণ্যবতী নারী জীবনসাথি হিসেবে পাওয়ার জন্য প্রথম তোমাকে যেটা করতে হবে, সেটা হলো আত্মশুদ্ধি। যৌবনের পবিত্রতা আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত। এখান থেকেই তোমার সৌভাগ্যের সূচনা।

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উভয়ের জীবনকে সিক্ত করুন কল্যাণের বারিধারায়। ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুদের হাসিতে ভরে উঠুক তোমাদের ঘর। সুখময় জীবনের রাজপথ ধরে তোমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

প্রিয় ভাই!

প্রিয়নবির এই আদেশ মান্য করলে জীবনেও তুমি লজ্জিত হবে না—

عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

> 'দ্বীনদার মেয়েকে নির্বাচন করা তোমার জন্য আবশ্যক, (অন্যথায়) ধুলোয় ধূসরিত হোক তোমার উভয় হাত।[৮৯]'

শেষ কথা বলে যাই, নেককার সন্তান পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে ভুলে যেয়ো না।

---

৮৯. সহিহ বুখারি : ৫০৯০, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৬

আব্বু, কিছু কথা বলব বলে বেশ কয়েক বারই আপনার কামরা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু বলতে পারিনি! কেন বলতে পারিনি? বলতে না পারার যথেষ্ট কারণ এ সমাজে বিদ্যমান! আব্বু, আপনার এ সন্তান গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চায়। পবিত্র জীবনযাপন করে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করতে চায়। সে ফিতনার অন্ধকারে হারিয়ে যেতে চায় না। সে ভুলে যেতে চায় না নিজের মুসলিম পরিচয়। আব্বু, আপনার সন্তানের হৃদয়ের আকুতিটুকু জানতে একটি বার হলেও এ বইটির প্রতিটি বাক্যের ওপর নজর বুলাবেন। আশা করি, আপনার সন্তানের প্রকৃত সফলতার কথা ভেবে তার নেক আগ্রহে সম্মতি প্রকাশ করবেন।

ইতি, আপনার আদরের সন্তান...

RUHAMA PUBLICATION

www.facebook.com/ruhamapublicationBD